ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি
মে ২০১৯ এ নোবেল বিজয়ী রিচারড জে রবার্টসের বক্তব্যের অনুলিপি

এখানে উপস্থিত হতে পারা আমার জন্য খুব আনন্দের বিষয়, বিশেষ করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অর্জন সম্পর্কে কথা বলতে পারা, যথা ইউরোপ এবং বিশ্বজুড়ে জিএমওর নামে যা চলে তা প্রকৃতপক্ষে একটি ভ্রান্তধারণা, আমি নিশ্চিত আপনারা সবাই জানেন যে আপনার চারপাশে এবং আপনারা যা প্রতিদিন খান তার প্রায় প্রতিটি জিনিসই আসলে কোন না কোনওভাবে জিনগতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এবং জিএমওর বিধির অধীনে সর্বশেষ অগ্রগতিগুলি প্রকৃতপক্ষে কেবল পরবর্তী অগ্রযাত্রা, যা দ্বারা আমরা উদ্ভিদ, প্রাণী এবং আমাদের চারপাশের সবকিছুরই উন্নতি সাধন করতে পারি। আমি নিশ্চিত যে আপনাদের অনেকের কুকুর আছে। প্রতিটি কুকুর জিনগতভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। জিনগতভাবে পরিবর্তন হয়নি এমন কুকুর পাওয়া যাবে না।

সুতরাং, আমি আপনাদের বলতে চাই কীভাবে এটি শুরু করেছিলাম তার ইতিহাস সম্পর্কে। তারপর আমি বলতে চাই, জিএমও কাকে বলে, জিএমও কী কী ধরণের হয়ে থাকে, এটি যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং এর সবকিছু। আপনাদের প্রথম থেকেই উপলব্ধি করা উচিত যে জিএমওগুলির ক্ষতিকর দিক নিয়ে একটিও উদাহরণ নেই । আপনারা বিরোধিদের কথা শোনেন এবং তারা আপনাদেরকে জিএমওর বিষাক্ততা, ক্যান্সারপ্রবণতা এবং এর যাবতীয় বিষয়ে বলেন। এসবকিছুর মধ্যে কোন সত্যতা নেই এবং তাই আমি এটা নিশ্চিত করতে চাই যে আমার উপস্থাপনা শেষে আপনারাও আসল সত্য উদঘাটন করবেন যে জিএমও বিরোধীদের বিপক্ষে বিজ্ঞান কি বলে।

আমি একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নই, তবে আমি যখন আমার স্নাতক করেছি, তখন আমি ব্রাজিল থেকে আগত কিছু কাঠের উপর কাজ করেছি এবং এটিতে কী কী রাসায়নিক দ্রব্যাদি রয়েছে তার উপর গবেষণা করি। এই কাজের মাধ্যমেই আমি সর্বপ্রথম উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মত কাজ শুরু করি। আমাকে মার্ক ভ্যান মন্টাগু এর ৮০ তম জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি সম্মিলিতভাবে জেফ শেলের সাথে এবং মেরি দেল চিলটন এককভাবে আবিষ্কার করেছিলেন প্রকৃতি কীভাবে ব্যাকটেরিয়া থেকে উদ্ভিদের মধ্যে ডিএনএ স্থানান্তর করেছে। জন্মদিনে তারা এই আবিষ্কারের বিশাল উদযাপন করেন। তিনি বহু বছর ধরে আমার বন্ধু ছিলেন এবং আমাকে জন্মদিনে গিয়ে একটি বক্তৃতা দেয়ার ও শোনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। একদিনের সেই উদ্ভিদ সংক্রান্ত সম্মেলন থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ইউরোপে বিজ্ঞানীরা ডিএনএ পুনর্গঠনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলার পরও বিরোধীরা সবদিক থেকে কীভাবে তাদের বিরোধীতা করে চলছেন। এসবকিছুই ছিল শুধুমাত্র তাদের গবেষণাকাজ বিঘ্নিত করার প্রয়াসমাত্র। এমনকি এই সম্মেলনের

বাইরেও তখন গ্রিনপিসের একটি বিশাল বিক্ষোভ চলছিল। ইউরোপে প্রকৃতপক্ষে তখন এসবই চলছিল। এ সম্মেলনে প্রত্যেক বক্তা তুলে ধরেন, কীভাবে অসত্য কথা ছড়িয়ে জিএমও বিরোধী কর্মীরা তাদের গবেষণাক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে চলেছেন।

এখন, পরের দিন আমাকে স্বাস্থ্যসেবার ভবিষ্যত বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের কাছে গিয়ে কথা বলার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল (যদিও আমি সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানার দাবি করি না, তবে আপনারা জানেন যে, আমি কিছু বিষয় যেমন ভ্যাক্সিন এবং ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে পারি এবং ভাল কিছু কথা বলতে পারি)। তবে আমি সেদিনের বিষয়গুলো শোনার পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি আমার আলোচনার বিষয়সমূহ পুরোপুরি পরিবর্তন করব। আমি যে বিষয়টি ব্যবহার করতে বেছে নিয়েছিলাম তা ছিল "খাবারই ঔষধ"। আপনি যদি রাতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যান, তখন কিন্তু আপনি কোন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান করবেন না, আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ইউরোপে যে অভিনব ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে তা খুঁজবেন না, বরং সে মুহূর্তে আপনার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে খাবার। খাদ্যই আপনার ওষুধ। এবং তাই, আমি তখন জিএমও ইস্যু সম্পর্কে কথা বলেছিলাম এবং আপনাদের পরবর্তীতে উল্লেখ করব এমন অনেকগুলি বিষয় আমি তখন উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে আলোচনা শেষে একজন ইতালিয়ান সিনেটর আমার কাছে এসে বললেন, “আপনি কথা বলার আগে আমি একজন সম্পূর্ণ জিএমও বিরোধী ছিলাম, কিন্তু এখন আমি মনে করি জিএমও আমার শোনা সবচেয়ে মহান বিষয়। তিনি আরো বলেছিলেন যে, “আমি যখনই সুযোগ পাব তখনই জিএমওর পক্ষে ভোট দেব।” এবং অন্যান্য সিনেটরদের সহায়তাকারী আরও অনেক লোক তখন এসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমরা এর আগে অনেক কিছু শুনিনি কারণ গ্রিনপিস এবং জিএমও বিরোধী লোকেরা মূলত বিজ্ঞানীদের বিশেষত উদ্ভিদবিজ্ঞানী যারা এই বিষয়ে সত্যিকার অর্থেই জানেন তাদের পথ আটকে রেখেছিলেন।

তারা বলেছিল যে আমাদের সবসময়ই প্রতিকূলতা আসার অন্যতম কারণ হল, উদ্ভিদ নিয়ে কাজ করা প্রচুর লোকেরা বড় বড় কৃষিশিল্প থেকে অর্থ পান। মনসেন্টো, সিনজেন্টাসহ আরও অনেকে তাদের সহযোগিতা করে, এবং তাই তারা “Shills of Industry” হিসাবে খেতাব পান। শিল্প সংস্থাগুলো তাদের অর্থ প্রদান করছে বলেই তারা তাদের কতৃত্ব মেনে চলছে । আমি ভেবেছিলাম, এখানে আমি ভাল কিছু করতে পারার একটি সুযোগ পাব। আমি ভাল কাজের উদ্দ্যেশ্যে এর আগেও কিছু প্রচারণা চালিয়েছি এবং আমি জানি যে সমস্ত নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি কৃষিশিল্পের উপর কাজ করেন। আমরা বড় বড় কৃষি-ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত নই, তাই জিএমও বিরোধী লোকেরা যে যুক্তি ব্যবহার করেছিল তা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়নি। এবং এটি আমার কাছে বেশ ভাল জিনিস বলে মনে হয়েছিল। এবং তাই আমি এই প্রচারণাটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলাম, কীভাবে আমরা এটি করব তা বের

করেছিলাম, আমার বেশকিছু নোবেল বন্ধুদের সাথে কথা বলেছিলাম যে এই বিষয়ে উনারা সমর্থন জানাবেন কিনা এবং এর উপর কাজ করতে আগ্রহী কিনা। আমি যাদের সাথে কথা বলেছি তারা প্রায় সবাই বিষয়টি সমর্থন করেছেন এবং আমার সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমরা কেউই এই বিষয়টি পছন্দ করি না যে বিজ্ঞান সম্পর্কে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং বিজ্ঞান কী কী করতে পারে তা সম্পর্কে মিথ্যাচার করা হচ্ছে।

সুতরাং প্রচারটি ৩০ জুন, ২০১৬ থেকে সম্পূর্ণরূপে শুরু হয়েছিল এবং আমি ওয়াশিংটনে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলাম; আমাদের মধ্যে কয়েকজন নোবেল বিজয়ী ছিলেন যারা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং কিছু মন্তব্য করেছিলেন। আমরা সম্ভাব্য যতটুকু করতে পারতাম তা করেছিলাম এবং তার পরে আমরা প্রচুর পরিমাণে প্রেস কাভারেজ পেয়েছি। গ্রিনপিসকে একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিল, নিউইয়র্কের প্রতিটি জাতিসংঘের প্রতিনিধি দলের প্রধানকে একটি করে চিঠি পাঠানো হয়েছিল এবং মূলত আমরা সেখানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "জিএমও পুরোপুরি নিরাপদ এবং এ থেকে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়না- বিজ্ঞান এটা বলার পরও আপনারা কেন অসত্য কাহিনী ছড়িয়ে জনগণকে আতঙ্কিত করা থেকে বিরত থাকছেন না।" এখন অবশ্যই আপনি জিএমওবিরোধী কর্মীদের থেকে ক্যান্সারের কল্পকাহিনীগুলি শুনেন। এর মধ্যে একটি কাহিনীও বিশ্বাসযোগ্য নয়, যদিও এর মধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং সেরালিনী সম্ভবত জিএমও-র সবচেয়ে বড় শত্রু এবং তিনি একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন যেখানে কিছু ইঁদুরের ক্যান্সার হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছিল। লোকজন গবেষণাপত্রটি পড়ে বলেছিল যে এটি সম্ভবত সত্য হতে পারে না, তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঠিকভাবে করেননি, অনুসন্ধান এবং যুক্তি খুব খারাপ ছিল। এবং তাকে গবেষণাপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং জার্নালটি বলেছিল যে আমরা গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করব না। তো এরপর তিনি কি করেন? তিনি গিয়ে এটি অন্য এক জার্নালে প্রকাশ করেছেন যার কোনও পর্যালোচনা (peer review) নেই। কোনও বিজ্ঞানী পড়ে বলেন না যে এটি ঠিক আছে। আপনি যদি জিএমও বিরোধী লোকদের কথা শোনেন, তারা আপনাকে সর্বদা এটির কথা বলে। এবং এই ব্যক্তি যা করছেন এটি খুবই ভয়ানক জিনিস। সুতরাং, আমরা এভাবেই কাজের তাগিদ অনুভব করেছি।

এটি একটি পোস্টার যা আমরা সেসময় পাঠিয়েছিলাম, যেখানে ১০৭ জন নোবেল বিজয়ী স্বাক্ষর করেছেন, এখন সংখ্যাটা ১৪২। এবং আইওয়ার একজন কার্টুনিস্টের আঁকা বামদিকের ছোট্ট কার্টুনটিতে দেখানো হয়েছে, জিএমও কী কী করতে পারে তা সম্পর্কে আপনাকে কেউ কেউ ভয় দেখাতে চাইছে এবং ডানদিকে আঁকা একজন ছোট ছেলে যে কিনা জিএমও কে দেখছে খাবার হিসাবে। এবং আমি মনে করি, আপনি এখন বলতে পারেন আমি সমীকরণের কোন দিকে দাঁড়িয়েছি। আমাদের কাছে

supportprecisionagriculture.org নামে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যেখানে আমাদের প্রচারাভিযান সম্পর্কে, এবং জিএমও সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে। এটি সমর্থনকারী সমস্ত নোবেল বিজয়ীদের নামও তালিকাভুক্ত আছে। এবং আপনিও সেখানে সাইন ইন করতে পারেন, আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন এবং আমি আপনাদের এটি করতে উৎসাহিত করব।

এখন আপনাকে একটি জিনিস বুঝতে হবে যে খাদ্য মানে কৃষিকাজ, এবং কৃষিকাজটি প্রায় ১০-১২ হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল যখন শিকারি/ খাদ্য সংগ্রহকারীরা বুঝতে পেরেছিল যে তারা প্রতিদিন যে খাবার চায় সেগুলি খুঁজতে সবসময় বনে যেতে হয় না, বরং কিছু কিছু তারা তাদের বাড়ির উঠানেও উৎপাদন করতে পারে। এবং এইভাবে, সময়ের সাথে সাথে তারা আবিষ্কার করেছিল যে কিছু গাছ অন্যের তুলনায় অনেক ভাল বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারা আবিষ্কার করেছিল যে কখনও কখনও যদি আপনার দুটি গাছ একসাথে বাড়তে থাকে তবে তারা পরপরাগায়িত হবে এবং আপনি কিছু নতুন জাত পেতে পারেন যা পূর্ববর্তী জাতের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি উদ্ভিদের মধ্যে জিনগত পরিবর্তনের সূত্রপাত এবং ১০-১২ হাজার বছর ধরে এটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে, প্রকৃতিই এভাবে পুনরুৎপাদন করে আসছে। এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার একটি উপায় হ'ল প্রতিবার আমরা একজন শিশু জন্ম দেই, সেই শিশুটি কিন্তু জিনগতভাবে পরিবর্তিত হয়। এর মধ্যে মায়ের কাছ থেকে আসা কিছু জিন থাকে, কিছু আসে বাবার কাছ থেকে এবং শিশুটি সাধারণত মা-বাবা কারও মতই পুরোপুরি হয়না। উদ্ভিদের সাথেও ঠিক একই জিনিস ঘটে, আপনি যখন উদ্ভিদগুলির মধ্যে সংকরায়ন করেন তখন আপনি জিনগুলির এক সংমিশ্রণ পান।

উদাহরণস্বরূপ, আপানারা যদি দেখেন যে ভুট্টার জন্য কী ঘটেছিল, দেখবেন যে একদিকে ছিল আজকাল পশ্চিমে বেশিরভাগ সুপারমার্কেটে পাওয়া ভুট্টাগুলো এবং অন্যদিকে আছে Teosinte। এটি মধ্য আমেরিকার বনাঞ্চলে জন্মানো সেই মূল ভূট্টা, যেটি দেখতে আজ বেড়ে উঠা ভুট্টোর থেকে একদম আলাদা। মানুষ আস্তে আস্তে এর সাথে মানিয়ে নিয়েছে এবং এখন আমাদের কাছে আজ এই সুন্দর ভুট্টা রয়েছে কারণ আমরা যে জিনিসগুলি দেখতে ভাল বলে পছন্দ করেছি, ভাল বিক্রি হয়েছে, ভাল স্বাদ পেয়েছি তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

বিজ্ঞানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত এটিই একমাত্র জিনিস যা আমি আপনাদের এখন বলব এবং এটি কেবলমাত্র সেসকল শ্রোতাদের জন্য যারা বিজ্ঞানী নন। প্রচলিত প্রজনন বিষয়ে আমরা যখন বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা গবেষণাগারে প্রচলিত প্রজনন করতে পারি, আমরা তখন আরও বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ জাত পাওয়ার উপর কাজ শুরু করি। এবং হয়তো এর মূল উদ্দ্যেশ্য ছিল উদ্ভিদটির আরেকটু দ্রুত বৃদ্ধি, কিংবা আরো ভালো ফলন পাওয়া। আমরা তখন এমন এক জাত খুঁজে পাই যেটায় আমরা যেসব বৈশিষ্ট্য চাই, তা বিদ্যমান ছিল, এবং তার সাথে আমরা যে জাতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো অনুপস্থিত ছিল তার সংকরায়ন

করি। সংকরায়নের পরে ৫০% জিন আকাঙ্ক্ষিত (white) জাত থেকে আসে (এখানে দেখানো সাদা জাতগুলো) এবং বাকি অর্ধেক বন্যজাত (wild) থেকে আসে (এখানে দেখানো হলুদ জাতগুলো)। নতুন প্রাপ্ত জাতটিতে আপনি যে বৈশিষ্ট্যগুলো চান তার সবই থাকে, পাশাপাশি এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও থাকে যা হয়তো আমরা চাচ্ছি না। তখন আপনি কি করেন, সেই হাইব্রিড জাতটিকে আমরা তখন মূল জাতের সাথে পুনঃ পুনঃ সংকরায়ন করে যাই যতক্ষণ না আমাদের কাঙ্ক্ষিত জাত পেয়ে যাচ্ছি। উপরন্তু, এটি অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্যও পেয়েছে যা হয়তো আমরা জানি না, তবে তারা কীভাবে বাড়ছে তাতে তা কোন প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না। এবং এর অর্থ হ'ল আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি যখন প্রথাগতভাবে প্রজনন করা এমন কোনও জাত দেখেন, তখন আপনি এর মধ্যে থাকা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জানেন, তবে আপনি জানেন না এমন বৈশিষ্ট্যও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এবং আমি আপনাকে এর একটি পরিণতি প্রদর্শন করব যা প্রচলিত প্রজনন থেকে আসে।

ডানদিকে আছে, যেভাবে মার্ক ভন মন্টিগ আবিষ্কার করেছিলেন কীভাবে ব্যাকটেরিয়াগুলা তাদের ডিএনএ উদ্ভিদগুলিতে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি এগ্রোব্যাক্টেরিয়াম নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং এটিতে ডিএনএর একটি সামান্য টুকরা রয়েছে (আমরা একে প্লাজমিড বলি) যা ব্যাকটিরিয়ায় রয়েছে এবং এই ব্যাকটিরিয়ামটি তার পছন্দের উদ্ভিদ কোষে কীভাবে প্রবেশ করতে হবে তা খুজে বের করে ফেলেছে। এবং মার্ক খুব ভালোমত বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি এই প্লাজমিডটি প্রাকৃতিকভাবে এটি করে থাকে এবং আমরা পরে প্লাজমিডে থাকা জিনগুলি দিয়ে করি, সম্ভবত আমরা একটি জিন নিতে পারি যা আমরা উদ্ভিদে লাগাতে চাই, এটি প্লাজমিডে রেখে ব্যবহার করতে পারি এবং এগ্রোব্যাক্টেরিয়ামকে ব্যবহার করতে পারি এটি উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করাতে। তিনি তা করেছিলেন, এটি সত্যিই খুব ভাল কাজ করেছে এবং আমরা এখন জিএমও বলে যা জানি এখান থেকেই তার সুত্রপাত। এটি এমন কিছু নয় যা অপ্রাকৃতিক, প্রকৃতি সর্বদা এটি করে। কিছু উদ্ভিদের জেনোম সিক্যুয়েন্সিং করে আমরা এখন জানি যে, প্রকৃতি কিছু জিন সংগ্রহ করে যা নিয়ে আমাদের ধারণাই ছিল না। এটি এমন কিছু যা প্রকৃতিতে সর্বদা চলতে থাকে। তবুও গ্রিনপিস যুক্তি দিবে যে এটি মজ্জাগতভাবে বিপজ্জনক যেখানে আপনি একটি জিন গ্রহণ করেন, আপনি এটি কী তা জানেন, এটি উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ করান এবং এটি খুব বিপজ্জনক। কিন্তু আপনি অনেকগুলো জিন নিন, তাদের মিশ্রিত করুন, এটি ঠিক আছে, এটি ভাল। কেন? কারণ আমরা এটি দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছি এবং এই গাছগুলি সত্যিকার অর্থেই নিরাপদ আছে কি না তা আমরা কখনই খুঁজে পাইনি।

আমি এই উপমাটি ব্যবহার করতে পছন্দ করি, কারণ আমি মনে করি প্রচুর লোক যারা জিনতত্ত্ববিদ নন, বিজ্ঞানী নন, এমন কিছু রূপক পছন্দ করেন যা তাদের দেখায় যে কী ঘটছে। এবং তাই আমি যে উপমাটি ব্যবহার করি তা হল: আমি একটি গাড়ি পেয়েছি, এটিতে একটি জিপিএস সিস্টেম পেয়েছে এবং

আমি আরও একটি গাড়ি পেয়েছি যার কোনও জিপিএস সিস্টেম নেই। আমি কীভাবে জিপিএস সিস্টেমটি এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে স্থানান্তর করব? আমি যদি ট্র্যাডিশনাল ব্রিডার হয়ে থাকি, তবে আমি দুটি গাড়ি আলাদা করে নিয়ে যেতাম, সমস্ত অংশ একসাথে মিশ্রিত করতাম, দুটি গাড়ি সেভাবে তৈরি করতাম এবং তারপরে জিপিএস সিস্টেম থাকা গাড়িটি বেছে নেতাম। তবে আমি মনে করি এবং আপনারা সকলেই জানেন, এটি করার বুদ্ধিমান উপায় হ'ল জিপিএস সিস্টেমটি নেওয়া, আনপ্লাগ করা এবং আপনি যেখানে যেতে চান গাড়ীতে রেখে দেওয়া। অর্থাৎ জিএমও পদ্ধতি। আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি প্রজননকারীরা সেই পদ্ধতিতেই নতুন উদ্ভিদজাত তৈরি করে থাকেন।

গ্রিনপিস আপনাকে বলবে যে দুটি গাড়ির পরিবর্তে যদি আমি জিপিএস সিস্টেমটি গাড়ি থেকে নয়, একটি বিমান থেকে নিয়ে গাড়ীতে সংযোজন তবে সমস্ত ধরণের খারাপ জিনিস ঘটতে চলেছে। হয়তো গাড়ি উড়ে যাবে! আপনাকে ভয় পাওয়ার জন্য তারা আপনাকে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য আবর্জনাময় কাহিনীগুলো বলবে। এবং তারা হলিউডে চলচ্চিত্র তৈরি করা লোকদের কাছ থেকে খুব ভালভাবে তা শিখেছে। আমরা জানি মানুষকে ভয় দেখানো কতটা সহজ। মানুষ আসলে যা দেখতে ভয় পায় তা দেখতেই পছন্দ করে। তবে সাধারণত, আপনি জানেন যে এটি একটি চলচ্চিত্র এবং এমনকি সিনেমাটি শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেও আপনি কিছুটা ভয় পেয়ে যেতে পারেন, আপনি জানেন যে এটি কেবল কল্পকাহিনী। কিন্তু এখানে গ্রিনপিস আপনাকে কখনো এর কল্পিত দিকগুলি সম্পর্কে বলবে না। তারা কেবল আপনাকে ভয় পাওয়াতে চায়।

আমি মনে করি আমাদের পণ্যের গুরুত্বের ব্যাপারে বুঝতে হবে, তা পাওয়ার পদ্ধতির ব্যাপারে নয়। এটি হ'ল যখন আমি কিছু জিনগত পরিবর্তন করি তা প্রথাগত প্রজনন দ্বারাই হোক কিংবা এই GMO কৌশলগুলি ব্যবহার করেই হোক, আমি তা পণ্যের গুরুত্ব বুঝেই করি। পণ্যটি কি নিরাপদ নাকি নিরাপদ নয়? উভয় পরীক্ষাই সাধারণত ঐতিহ্যবাহী প্রজনন পদ্ধতির জন্য করা হয় না এবং ফলাফলগুলি এমন হয়, যা আমি কিছুক্ষনের মধ্যে আপনাদের জানাব।

আপনার বুঝতে হবে গাছপালাগুলির একটি বড় সমস্যা রয়েছে। আপনি বা আমি জঙ্গলের বাইরে এসে যদি সিংহ দেখি তবে আমরা পালাতে পারি, তবে গাছপালা কী করে? একটি পোকা যখন আসে এবং সেই গাছটি খেতে চায়, তখন এটি কী করে? এটি পালাতে পারে না এবং তাই যদি কোন কীট কিংবা মানুষ কিংবা কিছুর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়, তবে এর নিজেকে রক্ষা করতে হয়। তো তখন এটি কী করে? এটি কীটনাশক ব্যবহার করে। গাছপালা কীটনাশক পূর্ণ। এটি না থাকলে উদ্ভিদের অস্তিত্বই থাকত না। এবং তাই এর মধ্যে কিছু কীটনাশক পুরোপুরি নিরাপদ, আমরা বহু বছর ধরে এগুলি খাচ্ছি, কোনও সমস্যা নেই। তবে তাদের মধ্যে কিছু আবার নিরাপদ নয়।

এখানে একটি উদাহরণ: সেলেরি। আমি নিশ্চিত যে ঘরে আপনারা অনেকে সেলেরি খেয়েছেন, আপনি এটি উপভোগ করেছেন, এটি ভালো তবে সেলেরি সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত গল্প রয়েছে। সুপারমার্কেটে বিক্রয়ের জন্য সেলারি প্যাক করত এমন মহিলারা সেলারিটি এনে টুকরো টুকরো করে কাটতেন যাতে এটি প্যাকেজে সুন্দরভাবে ফিট হয়। এবং এটি করার মাধ্যমে তারা তাদের ত্বকে, তাদের হাতের ত্বকে সেলারি রস লাগে। এবং অনেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে এর ফলস্বরূপ তারা একটি পৃষ্ঠের চর্মরোগ পাচ্ছেন। এবং তাদের কেউ কেউ এর ফলস্বরূপ ত্বকের ক্যান্সারও পেয়েছিলেন। এবং অবশ্যই তারা তৎক্ষণাৎ গ্লাভস পরা শুরু করে। এটা কেন ঘটেছিল? এই যৌগের কারণে এটি ঘটেছিল: 5/8-methoxypsoralen। এটি এমন কিছু যা সেলারি উদ্ভিদ গুলি পোকার খাওয়া বন্ধ করতে ব্যবহার করে যাতে পোকাগুলি মারা যায়। এমন অনেক উদ্ভিদ রয়েছে যা আমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি এবং যাদের মধ্যে এই যৌগটি রয়েছে। এটি একটি শক্তিশালী, অত্যন্ত বিপজ্জনক কার্সিনোজেন। তবে উদ্ভিদে এর পরিমাণগুলি খুব কম। এটি এক বা দুটি কোষকে সামান্য ক্ষতি করতে পারে তবে আপনার দেহ এগুলি মেরামত করতে সক্ষম কারণ আমাদের কাছে খুব ভাল মেরামতের ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য, এটি আসলে কোনও সমস্যা নয়, তবে সেলারি যদি GMO হয় তবে আপনাকে এটি বিক্রি করতে দেওয়া হত না, আমাদের এটি খেতে দেওয়া হবে না, এটি সুপারমার্কেটগুলিতে থাকবে না। এবং এখানেই এটি হাস্যকর হতে চলেছে। এই কারণেই পণ্যের গুরুত্বের ব্যাপারটিই আসল।

এখন, আমি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খাবারের বিষয়ে কথা বলতে চাই কারণ নোবেল প্রচারের জন্য এটিই উদ্বেগের বিষয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ বা তারা কী করতে চাই সে সম্পর্কে চিন্তা করি না। সেখানে খাবারের অভাব নেই। বাইরে চারপাশে দেখুন আপনি কোন চর্মসার ইউরোপীয় খুঁজে পাবেন না। চর্মসার ইউরোপীয়রা অনেক আগেই চলে গিয়েছে। এবং তাই যখন আমি খাবারের প্রয়োজন কোথায় তা ভাবতে শুরু করি, তখন এটি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আমার সামনে নিয়ে আসে। এইখানেই আপনি এমন অল্প বয়স্ক বাচ্চাদের খুঁজে পান, যারা সঠিক পরিমাণে খাবার এবং পুষ্টি পান না। আপনি ভালভাবে ভাবতে পারেন, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জিএমও কৌশলগুলি ব্যবহার করে, এই নতুন পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে আমরা খাদ্যশস্যের কত উন্নতি করতে পারি! ইউরোপে এর প্রয়োজন হয় না, তাই ইউরোপ কেন এই বিশেষ পদ্ধতির বিরুদ্ধে থাকবে যেগুলি উন্নয়নশীল বিশ্বকে সহায়তা করতে পারে? তাহলে তারা কেন এটি করে না? আপনি কি ভাবেন এটি রাজনীতি হতে পারে? এটা কি টাকা হতে পারে? ঠিক ধরেছেন, আসলে এটি উভয়ই।

যা ঘটেছিল তা হল ইউরোপীয়রা তাদের নিজস্ব খাদ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় কৃষিব্যবসা চায় না এবং যখন মন্টসেন্টো প্রথম জিএমও খাবারগুলি ইউরোপে প্রবর্তন শুরু করে, তখন তারা ভেবেছিল যে মনসেন্টো তাদের খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে এবং আপনি জানেন যে সারা বিশ্বের মত

ইউরোপীয়রা খাদ্য সুরক্ষার ব্যাপারে কতটা আগ্রহী! তবে গ্রিনপিসের একটি জাগরণ ছিল। তারা বুঝতে পারে যে এখানেই জিএমও খাবারের বিরুদ্ধে থাকার উপায় আছে। প্রাথমিকভাবে তাদের হয়তো কিছু ভাল ধারণা থাকতে পারে। মূলত, তাদের আসল অবস্থানটি হলো, জিএম খাবারগুলি বিপজ্জনক হতে পারে (হতে পারে) । সাধারণত আপনি যদি তাদের কথা শোনেন তবে তারা বলবে যে তাদের পরীক্ষা করা দরকার। তারা ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। ঠিক আছে, সমস্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, তবে গ্রিনপিস এখনও এতে সন্তুষ্ট নয়। কেন? কারণ গ্রিনপিসের এটি ছিল সবচেয়ে সেরা তহবিল সংগ্রহ প্রচারণা। আপনি গ্রিনপিসের বার্ষিক বাজেট জানেন? আমি নিশ্চিত যে আপনি জানেন না, আমিও জানি না। আপনি জানেন গ্রিনপিস এটিকে সর্বজনীনভাবে উপলভ্য করে না, তবে যে সমস্ত লোকেরা এই জিনিসগুলির অনুমান করেন, তাদের মতে, এটি বছরে প্রায় 500 মিলিয়ন ইউরো। সবাই জানে এটি একটি অলাভজনক সংস্থা, তবে এই সমস্ত অর্থ কোথা থেকে আসা শুরু হয়েছিল? তারা তাদের প্রচার শুরু করার সাথে সাথে অর্থ ঢালা শুরু হয়েছিল। এখন অবশ্যই আপনি বলতে পারতেন আমরা মনসান্টো পছন্দ করি না, তাই আমরা কেবল মনসান্টোকে নিষিদ্ধ করি। কিন্তু এটি কাজ করবে না। এবং কেন এটি কাজ করবে না? কারণ কৃষকরা মনসান্টোর মাধ্যমে তাদের বীজ কিনে এবং তারা এটি করতে বাধ্য।

এবং তাই, আপনি প্রত্যেককে বলুন যে এই জিএমও বিপজ্জনক এবং তারা বলবে যে আমরা আপনাকে রক্ষা করব! আমাদের ভোট দিন! আমরা আপনাকে রক্ষা করব। আমরা আপনাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করব। এবং এইভাবে গ্রিনপিস এবং সবুজ দলগুলি (green organizations) সাধারণত তহবিল সংগ্রহের জন্য শুধুমাত্র প্রচুর অর্থোপার্জনই করে না, তারা রাজনৈতিক শক্তিও লাভ করে থাকে। এবং এটি আজও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আপনি যদি ইউরোপের আশেপাশে ঘুরে দেখেন তবে সবুজ দলগুলির একটি বিশাল ক্ষমতা আছে এবং এটি সমস্তই তাদের জিএমও বিরোধী প্রচারণার কারণে এসেছিল। সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রিনপিস আসলে কেন জিএমওকে ভাল বলতে আগ্রহী নয়। তারা নিজেদের বিজ্ঞানী হিসাবে দাবি করে, তাদের অবশ্যই বিজ্ঞানটি জানা উচিত কিন্তু তারা কেবল এটি সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে এবং তারা এ নিয়ে আলোচনা করবেন না। আমি গ্রিনপিসের নেতাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য চেষ্টা করছি কারণ জিএমও খাবারের পক্ষে তারা আসতে পারে এমন সঠিক অজুহাত আমার আছে এবং এটি হল আমরা ঠিক ছিলাম। আমরা পরীক্ষাগুলি করার জন্য বলেছিলাম, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, সেগুলি পরিষ্কারভাবে নিরাপদে দেখানো হয়েছে। এখন আমরা জিএমওপন্থী খাবার এবং এখন আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে যা করে যাচ্ছি ভাল সমস্ত জিনিসগুলি করব । কিন্তু তারা এটি করবে না, তারা আমার সাথে কথাও বলবে না। এবং অবশ্যই ইউরোপে যা হয়, তা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এবং তাই তারা তর্ক করতে পারেনি, ভাল এই জিনিসগুলি ইউরোপে বিপজ্জনক, আপনি জানেন যে ইউরোপীয়রা

সত্যই এই জিনিসগুলি নিতে পারে না। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য, তারা ঠিক আছে। তো তারা কী করে?

তারা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যায় এবং তারা আপনার সরকারকে বোঝায় যে এই জিনিসগুলি বিপজ্জনক। এবং আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে অনেক দেশ জিএমও বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা ছড়িয়ে পড়া এই ভয়ের কারণে জিএমও কে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। আমি আপনাকে প্রভাবগুলি প্রদর্শন করতে খুব দ্রুত এক বা দুটি ক্ষেত্রে যাব। ভিটামিন-এ এর ঘাটতি অনেকগুলি দরিদ্র দেশে একটি প্রধান সমস্যা। বাচ্চাদের বিকাশ শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এ তৈরির জন্য প্রচুর লোকের ডায়েটে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন নেই। যদি তারা পর্যাপ্ত ভিটামিন এ না পায় তবে তারা অন্ধ হয়ে যায়, তাদের পেশীগুলির ত্রুটি রয়েছে, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাতে ত্রুটি রয়েছে। দুই জন ব্যাক্তি, ইনগো পেট্রিকাস এবং পিটার বেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা এই বিষয়ে কিছু করতে যাচ্ছেন। এবং তারা ভেবেছিল, এই অনেক লোকের জন্য ধান একটি প্রধান ফসল। বিটা ক্যারোটিন উৎপাদিত জিনগুলি যদি আমরা ভাতগুলিতে রাখতে পারি? লোকেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-এ পাবে কারণ বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন-এ এর পূর্বসূরি, তারা যদি ডায়েটে পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে পারে তবে বাচ্চারা আর অন্ধ হয়ে যাবে না। সুতরাং তারা এটি করেছে।

১৯৯৯ সালে যখন তারা প্রথম এটি ল্যাবে আনে এবং সেই সময় থেকে বেশ অল্পকিছুদিনের মধ্যেই তা জমিতে লাগানোর জন্য প্রস্তুত রূপে চলে আসে। ১৯৯৯, মানে আজ থেকে ২০ বছর আগে। তবে এটি একটি জিএমও। এবং এখন, অবশেষে এই বছর আমরা এটি দেখতে যাচ্ছি। এবং বাংলাদেশকে ধন্যবাদ, বাংলাদেশের একটি সরকার আছে যা বুঝতে পেরেছিল যে এটি এমন কিছু যা অনুসরণ করার মতো। কিন্তু এখানেও জিএমও বিরোধীরা চলে আসে। গোল্ডেন রাইস, তারা বুঝতে পেরেছিল যে গোল্ডেন রাইস আসলে ওষুধ ছিল। এটি কেবল খাদ্য ছিল না, এটি ওষুধ ছিল। এবং জিএমও প্রযুক্তি থেকে যে দুর্দান্ত সুবিধা এসেছে তা হ'ল মানব ইনসুলিনের মতো জিনিস। আপনার ডায়াবেটিস হয়ে থাকলে আপনি জানেন, আপনি মানব ইনসুলিন গ্রহণ করেন। কোথা থেকে আসে এটা? এটি মানুষের কাছ থেকে আসে না। এটি ব্যাকটিরিয়া কিংবা ছত্রাক থেকে আসে, যা ইঞ্জিনিয়ারিং করে মানুষের জন্য ইনসুলিন হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। এটি একটি জিএমও। আপনি কি গ্রিনপিসকে সে সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলতে শুনেছেন? আমি তাদের কাছ থেকে নেতিবাচক কিছু শুনিনি। তবে এটি একটি GMO এবং আমি মনে করি তারা দেখেছিল যে এটি ঠিক একই ধরণের পরিস্থিতি হতে চলেছে। এবং ২০০২ সাল থেকে, ভিটামিন-এ এর অভাবে ১৫ মিলিয়ন শিশু মারা গিয়েছে। আমি জানতে চাই যে আর কতটা বাচ্চা মারা যাওয়ার পর আমরা বলতে পারি যে এখানে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে, এটি এমন কিছু যা ভয়ঙ্কর। আপনি জানেন,

যদি এটি রুয়ান্ডায় একটি গণহত্যা হত, তবে আমরা এখানে অপরাধীদের গল্প ছাড়া কিছুই শুনতে পেতাম না।

এখন আমি আফ্রিকার দেশগুলিকে হুমকির মুখে ফেলেছে এমন এক বা দুটি রোগের মধ্যে দিয়ে দ্রুত যাব যা খুব সহজেই সমাধান করা যায়। এর মধ্যে প্রথমটি হল জ্যানথোমোনাস উইল্ট। এটি একটি ব্যাকটিরিয়াঘটিত রোগ যা প্রচুর কলা ধ্বংস করছে। কোনও প্রাকৃতিক সমাধান নেই তাই এটি সমাধানের জন্য কেউ প্রচলিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করতে পারে না। কলার এমন কোনও সংস্করণ নেই যা প্রাকৃতিকভাবে এটির সাথে প্রতিরোধী। তবে মিষ্টি মরিচগুলির মধ্যে দুটি জিন থাকে। আপনি যদি এই জিনগুলিকে সরিয়ে কলাতে আনেন এবং এখন কলা জ্যানথোমোনাস উইল্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী। আর একটি আছে, Fall armyworm. এই পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা মারা যাচ্ছে। এর একটি সুন্দর সমাধান আছে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে অনেক অনেক বছর আগে আবিষ্কার হয়েছিল এবং এখন আমেরিকার দক্ষিণে যে সমস্ত ভুট্টা জন্মায়, তাদের বিটি জিন বলে। এটি একটি ব্যাকটিরিয়াজনিত টক্সিন, যা Fall armyworm কে মেরে ফেলবে। যদি Fall armyworm এটি খায় তবে তারা মারা যায়। এটি দক্ষিণ আফ্রিকাতে গৃহীত হয়েছে। তবে জিম্বাবুয়েতে রবার্ট মুগাবে তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এটি জিম্বাবুয়েতে জন্মানো খুব বিপজ্জনক এবং তাদের এটি বাড়তে দেওয়া হয় না। জাম্বিয়া, নিবিয়া, মিলাওয়েতে এই ছোট্ট কীট পাগলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এটি একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ।

আসুন আমরা আবার বাংলাদেশে ফিরে যাই। বেগুন নিয়ে বাংলাদেশে সমস্যা ছিল। এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান খাদ্য এবং পোকামাকড়ের কারণে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে এর ফলন পেতে পারেনি। বিটি বেগুন উদ্ভাবিত হয়েছিল, এবং এখন বাংলাদেশ এত বেগুন উৎপাদন করে যে তারা এগুলি সব খেতে পারে না। তাদের এটি রপ্তানি করতে হবে। মজার বিষয় হচ্ছে, ভারতের আসামে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের কৃষকরা যেখানে একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কিন্তু জিএমও'র ভারতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, কৃষকরা বাংলাদেশে গিয়ে বীজগুলি নিয়ে আসে এবং নিজেই এটি উত্থাপন করে এবং কেবল সরকারকে বলে না । হাওয়াইয়ান পেঁপে, এটি রিং স্পট ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা প্রায় ২০ বছর আগে একটি হাওয়াইয়ান পেঁপে তৈরি করেছিলেন, এটি রিং স্পট ভাইরাস প্রতিরোধী এবং এখন আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোথাও যান এবং একটি পেঁপে তুলে থাকেন তবে এটি অবশ্যই জিএমও পেঁপে হয়। যদিও এর মতো লেবেল দেওয়া হয়নি। কেন? কারণ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে কৃষকরা যখন প্রতিবাদ করেছিলেন তখন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে এবং এটি পেঁপে শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাহলে সরকার কী করেছিল? তারা ঠিক করল, আমরা পেঁপে দেব। এটি এতদিন আগে করা হয়েছিল, আমরা ভান করব যে এটি প্রাকৃতিক এবং একে কেবলমাত্র নতুন জিনিস হিসেবে নামকরণ করতে হবে।

সুতরাং উপসংহার হিসেবে বলা যায়, আপনি যদি জিএমও পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত খাবার খেতে না চান, তবে খাবেন না। এটি আপনার পছন্দ। কেউ আপনাকে জোর করে কিছু খাওয়াতে চায় না। তবে যদি কিছু হয় তবে এগুলি সম্ভবত প্রচলিত খাবারের চেয়ে অধিক নিরাপদ। বলবেন না যে আপনি এগুলি খাচ্ছেন না কারণ তারা বিপজ্জনক। উন্নত দেশগুলির জন্য খাদ্য সত্যিকারের সমস্যা নয়, তবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এটি একটি বড় সমস্যা। এবং এটি কেবলমাত্র খাবারের পরিমাণ নয়, জিএমও পদ্ধতি ব্যবহার করে পুষ্টিকর খাদ্যের মূল্য এবং এই সমস্ত কিছুর উন্নয়ন করা যেতে পারে। মূল কথাটি হল, আমাদের রাজনীতিতে অনেক বেশি বিজ্ঞান প্রয়োজন এবং আদর্শভাবে, বিজ্ঞানে অনেক কম রাজনীতি।

অর্থ অনুদান দেয়ার আগে বিজ্ঞানীদের কথা রাজনীতিবিদদের শোনা উচিত। এটা দেখা উচিত যে কেন তাদের এ তহবিল? আপনি যদি তাদের পরীক্ষাগুলির ফলাফল শুনতে যাচ্ছেন না, তবে আপনি কেন তাদের তহবিল দিয়েছিলেন? এবং এই ধারণাকে সমর্থন করা বন্ধ করুন যে খাবারগুলি নির্ভুল পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদনের সময় অন্তর্নিহিত বিপদ্‌মুক্ত হতে হবে। বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে এটি কখনোই সত্য নয়। ইউরোপের দিকে দেখুন, ইউরোপে আপনি জিএমও ফসল উৎপন্ন করতে পারছেন না, তবুও তারা কয়েক মিলিয়ন টন জিএমও পণ্য আমদানি করছে তাদের পশুদের খাবার সরবরাহ করতে। কয়েক মিলিয়ন টন জিএমও সয়াবিন ইউরোপে যায়। ইউরোপীয়রা স্পষ্টতই তাদের প্রাণী সম্পর্কে চিন্তা করে না। এই জিনিসগুলি তাদের প্রাণীদের জন্য পুরোপুরি নিরাপদ, এটি কেবল মানুষের পক্ষে বিপদজনক। আমি এব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে অনুরোধ করছি। প্রচলিত কিংবা জিএমও যাই হোক না কেন, সয়াবিনগুলি আসলে স্বাদযুক্ত।

আমাদের যা করা দরকার তা হল নাগরিক নেতাদের মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া, প্রধান ধর্মীয় নেতাদের এ ব্যাপারে কথা বলা উচিত। আমরা পোপকে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দেয়ানোর চেষ্টা করছি, কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তবে আরও অনেক গোষ্ঠী রয়েছে যা মূলত জিএমওদের পক্ষে। তাদের এ বিষয়ে কথা বলা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, এই কক্ষে উপস্থিত যে কোন দেশের যে কেউই বলতে পারে যে জিএমও খাবারগুলি নিরাপদ, এবং আমরা এর জন্য কোন জটিল নিয়ম তৈরি করতে যাচ্ছি না, যা অনুসরণ করা কষ্টদায়ক। জিএমও ফসল উৎপাদন খরচের সাথে একটি নিয়মিত ফসলের উৎপাদন খরচের তুলনা করলে দেখা যাবে যে নিয়মিত ফসলের ব্যয়টি এত বড় যে কেবল বড় বড় কৃষি ব্যবসায়ীরা তা বহন করতে পারে। এবং এজন্যই গ্রিনপিস এই জিএমও বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। তবে এখন এই জিনিসগুলি তৈরি করা খুব সহজ, আপনি এগুলি তৈরি করতে পারেন, আপনার দেশের বিজ্ঞানীরা এগুলি আপনার দেশে তৈরি করতে পারেন, তাদেরকে সহজলভ্য করতে পারেন, এগুলি মানুষের কাছে বিক্রি করার জন্য স্থানীয় সংস্থা গড়ে উঠতে পারে। ইউরোপীয়দের জাহান্নামে যেতে বলুন। এটি আমার বার্তা।

এখানে একটি মজার ব্যাপার আছে। এখন পর্যন্ত আমি ক্যাথলিক চার্চ থেকে যা যা শুনেছি, তার মধ্যে এটি সেরা জিনিস। ভ্যাটিকান ক্যাথলিকদের তাদের আচার-আচরণের ব্যাপারে- কি সঠিক এবং কি বেঠিক তা বলে দেয়। তাদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারা মদ এবং পাউরুটি খায়। এই বিধিগুলি নির্ধারণ করে এমন ধর্মসভাগুলো স্থির করে যে, এই পানীয় জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব থেকে তৈরি করা থাকলে তা গ্রহণযোগ্য, গ্লুটেনমুক্ত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি এখন পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চ থেকে আসা সেরা বিষয়।

এখন এমন একদল লোক আছে যারা এ সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিবর্তন করেছেন। প্যাট্রিক মুর, যিনি গ্রীনপিসের আন্দোলনের শুরু থেকেই জীনগত পরিবর্তনের ঘোরবিরোধী হিসেবে এবং সভাপতি হিসেবে এর সাথে ছিলেন। তিনি এখন পুরোপুরি উল্টে গেছেন এবং সম্পূর্ণরূপে একজন জিএমও সমর্থক। স্টিভেন টিনসডেল, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনপিসের প্রধান ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এখন তিনি মারা গেছেন, তবে তিনিও নিজের মনটি পুরোপুরি বদলে ফেলেছিলেন। ইংল্যান্ডে ফসল পোড়ানোর দায়িত্বে ছিলেন মার্ক লিনাস। তিনিও এখন পুরোপুরি জিএমওপন্থী এবং এমন আরও অনেকে আছেন। তবে ঘানার এই ভদ্রলোকের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে ভাল লাগার দিকটা হলও তিনি মাঠ পর্যায়ে কৃষক সমিতির প্রধান থাকতেন। তিনি সম্পূর্ণ জিএমও বিরোধী ছিলেন। তিনি জিএমও বিরোধী বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি জিএমওগুলি বিপজ্জনক বলে মানুষকে বোঝাতে চারিদিকে ঘুরেছিলেন। তিনি কিছুটা সময় নিয়েছিলেন, বিজ্ঞানের দিকে নজর রেখেছিলেন, নিজেকে শিক্ষিত করেছেন এবং এখন তিনি পুরোপুরি জিএমওপন্থী এবং তিনি কৃষকদের বলছেন যে তাদের সত্যই এটি প্রয়োজন। এবং অবশ্যই, যখন দেশের কেউ এই বিষয়টি গ্রহণ করে তখন কী হয়, কৃষক, সাধারণ জনগণ এবং রাজনীতিবিদ সকলেই আমার চেয়ে তার কথা শুনতেই বেশী আগ্রহী হয়। আমি বাইরে থেকে এসেছি, অবশ্যই এতে কিছুটা আগ্রহ থাকতে হবে। তবে স্থানীয়রা, এই লোকেরা মূলত পার্থক্য আনতে পারেন এবং এজন্যই এখানে উপস্থিত আপনাদের সবারই একটি পার্থক্য করার সুযোগ রয়েছে এবং যদি আপনি এটি করতে পারেন তবে আপনার অবশ্যই তা করা উচিত।

এবং অবশেষে, এ আমার শেষ স্লাইডে আমি বলি সাহস রাখুন, ঠিক আছে? নন-জিএমও হল ধনীদের পশ্চিমা আনুকূল্য, এটি দরিদ্র মানুষের পক্ষে কাজ করে না। আমাদের ওয়েবসাইটটি একবার দেখুন, সাইন ইন করুন এবং আপনার দেশের জন্য আপনি কী করতে পারেন তা জিজ্ঞাসা করুন। সবাইকে ধন্যবাদ।